ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ ল্যাম্বরগিনি কিনে ট্রলের শিকার শ্রদ্ধা

পৃঃ ৫

'মেসির ব্যালন ডি'অর জেতা হবে কেলেঙ্কারি' ▶▶

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯৪ ● কলকাতা ● ১২ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● সোমবার ● ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শ্রীনগরে পুলিশ আধিকারিককে

লক্ষ্য করে গুলি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কনভেনশন সেন্টারে জঙ্গি হামলা নিয়ে যখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে দক্ষিণের রাজ্য কেরলে, হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে দিল্লি-মুম্বইয়ে, সেই সময় জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে জঙ্গিদের গুলিতে বিদ্ধ হলেন এক পুলিশ আধিকারিক। রবিবার বিকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, দিন তিনেক আগেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে হামলা চালায়। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের আরএস পুরা সেক্টরের আর্নিয়া এলাকায়, বিএসএফ-এর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে অতর্কিতে গোলা-বর্ষণ শুরু করে পাক রেঞ্জার্সরা। ভারতীয় সেনাও পাল্টা জবাব দেয়। শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত দু-পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলে। সেই লড়াইয়ে কোনও জওয়ান বা সাধারণ নাগরিকের হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে সেই ঘটনার তিনদিনের মাথায় পুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে জঙ্গিদের গুলি ছোঁড়ার ঘটনা ফের উপত্যকায় উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।যদিও কোন জঙ্গি সংগঠনের তরফে পুলিশ আধিকারিকের উপর হামলা চালানো হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি।

পুলিশ জানায়, গুলিবিদ্ধ পুলিশ আধিকারিকের নাম মাসরুর আহমেদ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ইন্সপেক্টর

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে 'খুন', দেহ নিয়ে

থানার বাইরে বিক্ষোভ, ব্যাপক উত্তেজনা খড়দহে

বারাকপুর: নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল টিটাগড় পুরসভা এলাকায়। মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভে পুরপিতা ও তাঁর অনুগামীরা।

অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিকাশের আরেক অনুগামী আকাশ প্রসাদ। অভিযোগ, সেখানে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন আকাশ। তাঁর মাথায় চোট লাগে।

এর পর তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরই বিকাশ ও তাঁর অনুগামীরা মৃতদেহ নিয়ে খড়দহ থানায় যান সঠিক বিচারের আশায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় খড়দহ থানা এলাকায়। দীর্ঘক্ষণ পর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও থমথমে এলাকা। ঘটনার সুত্রপাত রবিবার সকালে। অভিযোগ, এদিন টিটাগড় পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা বিকাশ সিংয়ের অনুগামী রৌনক পাণ্ডেকে মারধর করে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সনু সাউয়ের অনুগামীরা।

বাকিবুরের রাইস মিলের কাছে

উদ্ধার পোড়া কাগজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রেশন বণ্টন দুর্নীতি কাণ্ডে আগেই গ্রেফতার হয়েছেন চালকলের মালিক মালিক বাকিবুর রহমান। আপাতত জেল হেফাজতেই দিন কাটছে তাঁর। এবার নদিয়ার শিমুলিয়ায় তাঁর রাইস মিলের সামনে থেকে উদ্ধার হয়েছে পোড়া কাগজ। যা দেখে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কোথাও কি কোনও তথ্য লোপাটের চেষ্টা করা হচ্ছিল?

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, যে জমিতে রাইস মিল গড়ে উঠেছে তার মালিক সঞ্জয় মণ্ডল। বাকিবুর তিন বছর আগে এই সঞ্জয়ের কাছ থেকে জমিটি চড়া দামে কেনেন। জায়গা বিক্রি করে সঞ্জয় বারাসত চলে যান।ইডি আসার আগে বাকিবুরের রাইস মিলে হানা দেয় ইনকাম ট্যাক্স দফতর। সেই সময়ও তারা বেশ কিছু নথিপত্র জোগাড় করে। এরপর ইডি হানা দেয় এই রাইস মিলে। তারপরই গ্রেফতার হয় বাকিবুর। রবিবার বাকিবুরের শিমুলিয়ায় অবস্থিত রাইস মিলের সামনে কিছু পোড়া কাগজ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পোড়া কাগজগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে খাদ্য দফতরেরই কোনও নথি বা কোনও চালান। এলাকাবাসীর দাবি, ইডি আধিকারিকদের হাত লাগার আগেই গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, “এটা তো বাকিবুরের রাইস মিস। প্রায় দু'বছর হয়ে গেছে এই মিল গড়ে উঠেছে। আমরা কানাঘুষো শুনছি এখানে পুরনো কাগজ সব পুড়িয়ে দিয়েছে। কারা পুড়িয়েছে জানি না।”

Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329
E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

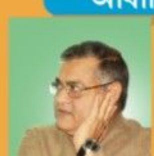

মোস্তাক আহমেদ
(কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি)
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক
(Ex. IAS)
Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা
(সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

(পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩

পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা

পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩

কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

BOARD/COUNCIL			মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
উচ্চ মাধ্যমিক	WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	....	৪৫২ (৯০.৪%)
		ছাত্র	২৬	০৬	২০	....	৩৯৬ (৭৯.২%)
	সর্বমোট		৫৪	১৮	৩৬	....	...

পরীক্ষাকেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০
৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১
৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

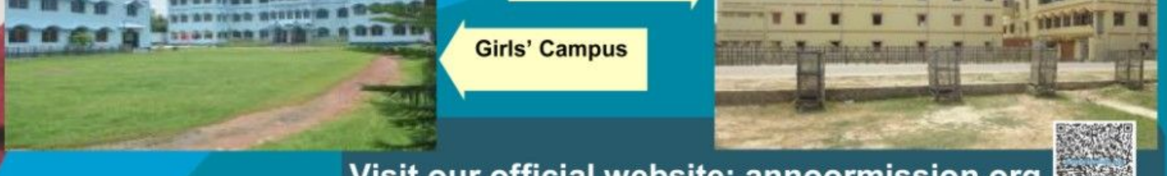

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বন্ধ হচ্ছে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দিরের দরজা

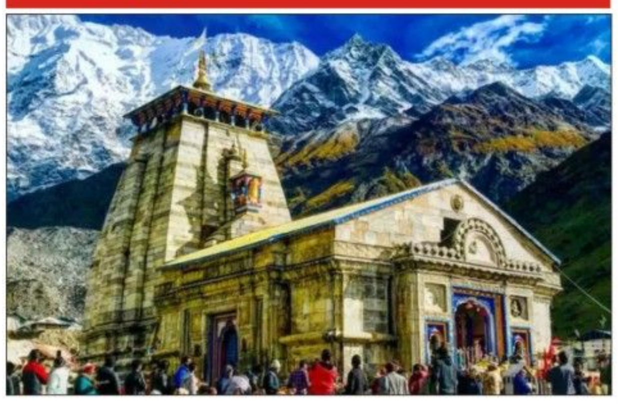

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শারদ পূর্ণিমার দিনই পালিত হচ্ছে বছরের শেষ ও দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ। সনাতন ধর্মে শারদ পূর্ণিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। এদিন ভগবান বিষ্ণু ও চন্দ্রদেব পুজো করার প্রথা রয়েছে। বছরের বাকি গ্রহণ না দেখা গেলেও এবার ভারত থেকে দেখা যাবে খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। দেশের অনেক শহর থেকেই দেখা যাবে এই গ্রহণ।পূর্ণিমার দিনই চন্দ্রগ্রহণ ঘটে। নজরকাড়া এই মহাজাগতিক দৃশ্যের পিছনে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই ঘটনা যতটা জ্যোতিষচর্চার, ততটা জ্যোতির্বিদ্যারও। তাই অনেকেই চন্দ্রগ্রহণকে অশুভ বলে মনে করা হয়। কিন্তু এর পিছনে বিজ্ঞান অনেকেরই অজানা। অনেক মানুষের কাছেই অজানা। যখন পৃথিবী চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে চলে আসে, যার ফলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে। একটি আংশিক গ্রহণের সময় চাঁদের কিছু অংশ কালো দেখায়, যখন সম্পূর্ণ গ্রহণের সময় চাঁদ কখনও কখনও লাল দেখা যায়।কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো পালিত হলেও শনিবার অর্থাত আজ বিকেল ৪টা পর্যন্ত মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি। সূতক সময়ও চন্দ্রগ্রহণের নয় ঘন্টা আগে শুরু হয়। এই সময় পুজোপাঠ করা নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়। তাই বিকাল ৪টা পর্যন্ত পবিত্র স্থান বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে হয়েছিল। তবে রবিবার সকালে শুদ্ধি পূজার পর ফের বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দিরের দরজা 'ব্রহ্ম মুহুর্তে' খুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

সূতক সময়কালে কোনও দেবতার পুজো করা অশুভ। বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির অধীনে থাকা সমস্ত মন্দির বন্ধ রাখা হয়েছিল। ২৯ অক্টোবর সকালে দুটি মন্দিরই খুলে দেওয়া হবে।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার! মগড়ায় উত্তেজনা

হুগলি: নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে উত্তেজনা ছড়াল মগড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অভিজিত বিশ্বাস। রবিবার ৪৮ বছরের অভিজিতবাবুকে বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। হুগলি জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক রাজা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এটি অনভিপ্রেত ঘটনা । যিনি মারা গিয়েছেন তিনি তৃণমূল করতেন পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন।যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই তাপস অধিকারী (ভুটান দা) ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বে আছেন। ওঁর বিরুদ্ধে এরকম কোনও অভিযোগ আগে কেউ করেনি। তবে ঘটনা যাই হোক পুলিশ তদন্ত করুক। কেউ দোষী হলে দল তাঁকে রেয়াত করবে না।"সেখানে ক্লাব সদস্যরা তাঁকে মারধর করেছিল বলে অভিযোগ। তার পরেই তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

মগড়ার গজঘণ্টা এলাকার বাসিন্দা অভিজিতবাবু ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মগড়া ২ পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সদস্য ছিলেন। এখনও দলীয় রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় ছিলেন।

অভিজিত বিশ্বাসের ভগ্নিপতি তরুণ অধিকারীর অভিযোগ, নবমীর দিন স্থানীয় পুজো মণ্ডপে গিয়েছিলেন অভিজিত। সেখানে সিগারেট খাচ্ছিলেন। সে সময় তাপস অধিকারী সহ আরও তিনজনের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তারপর তারা অভিজিতেক মারধর করে। হামলাকারীরাও তৃণমূলের সদস্য বলে তরুণবাবুর দাবি।এই ঘটনার পর থেকেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন অভিজিত। রবিবার সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। সূত্রের খবর, একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়েছে। সেটি তাঁর হাতের লেখা বলেই দাবি পরিবারের। অভিজিতবাবুর বন্ধুদের দাবি, অভিযুক্তদের প্ররোচনাতেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই পঞ্চায়েত প্রাক্তন সদস্য। এই ঘটনায় মগড়া থানার পুলিশের কাছে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিতে পথে নামবে

এপিডিআর সহ-সম্পাদক মিঠুন মন্ডল সহ অন্যান্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সংবাদপত্রে খবর দেখার পরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বাড়িতে গতকাল উপস্থিত হয়েছিলেন এপিডিআর ফ্যাক্ট ফ্যান্ডিং টিম সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ-সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল ও উকিল আলমাস আহমেদ এবং অন্যান্যরা। তবে এপিডিআর হঠাৎ আশা দেখে সম্পাদক পরিবারের অনেকে একটু অন্যভাবে প্রথমে নিয়েছিলেন, পরে তারা বুঝতে পেরেছেন যে সহযোগিতার জন্যই এগিয়ে এসছিলেন মানক অধিকার সংগঠনের কর্মী মিঠুন মন্ডল। তবে তার সঙ্গে সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন ওই পরিবারের সদস্য সকলে। এই ঘটনা পরিপেক্ষিতে এপিডিআর সহ-সম্পাদক মিঠুন মন্ডল জানিয়েছে যে সমস্ত ঘটনা দেখে আমাদের যা মনে হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিরাপত্তা যদি প্রশাসনের ভাবে না দেয়, তাহলে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে একবার কথা বলব। তা যদি না হয়, তাহলে প্রয়োজনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো,যেহেতু কাগজের সম্পাদকের নিরাপত্তার বিষয় সেজন্যেই আমরা যা যা করার তা তা করব। এইভাবে নিরাপত্তাহীনতায় কতদিন মানুষ বাস করতে পারে, এখানে কুড়িটা বছর মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার ভয় দিন কাটাচ্ছে। তবে সমস্ত ঘটনা শুনে যা মনে হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে সাথে মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে খুন করে দিয়ে তার কণ্ঠকে রোধ করতে চাইছে। এসব আমরা হতে দেব না, যেখানে সম্পাদকের নিরাপত্তা ও জমি জায়গার বিষয়ে রয়েছে। তিনি আরো জানান আমরা কেন মৃত্যুঞ্জয়ের পিছনে আর অনেক সংগঠন থাকবে, আমরা এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করছি। সমস্ত ঘটনা যেভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরছি লেখাতে।দীর্ঘ কুড়ি বছর চলে গেল লেখালেখির জগৎ নিয়ে , সেই থেকে নিরাপত্তার অভাবে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল সম্পাদক পরিবারে। তখন থেকে পরিকল্পনা করেছে এক শ্রেণীর নেতারা সাংবাদিক লেখক সম্পাদক ও চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক ও অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে যেকোনোভাবে মেরে দেওয়ার কৌশল অভ্যতা। চলতি পথে রাস্তাঘাটে যে কোনভাবে বিষক্রিয়া, বাড়ির মধ্যে কৌশল করে যে কোন ভাবে পানীয় জল বা খাদ্যের মধ্যে বিষক্রিয়া অথবা গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা। অথবা রাতের অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা যেন অব্যাহত, প্রায় রাতে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির ভিতরে লোক চলে আসে তা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। কেন বা একটা পরিবারের উপরে এভাবে কুড়িটা বছর অত্যাচার, অন্যায়, খুনের পরিকল্পনা জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রইল অথচ লোকাল প্রশাসন প্রথম থেকে নির্বাক কেন? উপমহলের একশ্রেণীর প্রশাসন মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে কোনরকম সাহায্য করছে বলে কুড়িটা বছর ওর পরিবারসহ এখনো জীবিত রয়েছে তেমনি জানিয়েছেন সরদার পরিবার। সরকার যাবে সরকার আসবে পরিবর্তন হলেও অত্যাচারের নমুনা কমে না তার উদাহরণ সাংবাদিক ,সম্পাদক, অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সবাই। অত্যাচার অব্যাহত আছে তার উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় পরিবারে সবাই মুখে মুখে প্রকাশ পায়। তার ঘরবাড়ি ভগ্ন ভয়ংকর দুর্দশায় ভরা, জমি জায়গা আছে কিন্তু মাথা গোজার যে ঘরবাড়ি ভগ্ন দশা হয়ে রয়েছে। তার পরিবারের রুটি রোজগারেও বারবার আঘাত হানছে, তার তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ করা পরিকল্পনায় বহুবার বহু ক্ষেত্রেই করেছে। এই পরিবারের উপরে কোন সরকারের নজর আজও নেই, তা না হলে এই পরিবার এত দুঃখ দুর্দশা অত্যাচার এবং ভগ্ন বাড়িতে থাকতে হত না। বামফ্রন্টের আমল থেকে এই পরিবার নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে, আজও তারা নিরাপত্তাহীনতায় তাদেরকে কোন সরকারই নিরাপত্তা দেয়নি,কেন্দ্র বা রাজ্য। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ মৃত্যুঞ্জয় সরদার রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকে না বলে এই পরিস্থিতি। এই পরিবার আগামী দিনে হয়তো এমনই ভাবে নৃশংসভাবে হত্যা হয়ে যাবে অথচ প্রশাসনের নির্বাক থাকবে। কৌশল করে যে কোনভাবে যদি মেরে দেয় প্রশাসন সেটা হয়তো আত্মরত্তা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালিয়ে দেবে। কেনই বা কুড়িটা বছর ধরে এই পরিবারের উপরে এমনই অমানবিক অত্যাচার ও নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে। সে কারণে বলতেই হয়

দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের, যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬, ১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

২০শে নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে

গোরক্ষা নিয়ে সমাবেশ

সনন্ত সিং, সাংবাদিক: নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর ২০২৩ (এজেন্সি): নিউজ সারাদিন : ছত্তিশগড় বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ২০ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে গো-রক্ষার বিষয়ে একটি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছে।

ফেডারেশনের সভাপতি রাজেন্দ্র সিং পরিহার, সহ-সভাপতি ভীমসেন নিষাদ, কোষাধ্যক্ষ দীনদয়াল সাহু এবং সদস্য রাজু কদম ভার্মা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সারাদেশে গরু জবাই বন্ধের দাবিতে এবং গরুকে জাতির মায়ের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।এ কর্মসূচিতে সারাদেশের লাখ লাখ গরুপ্রেমিক অংশ নেবেন।

ফেডারেশনের নেতারা জানিয়েছেন, এ বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও আইনমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

শ্রী পরিহার বলেন, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতার পরও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের মূল উপাদান গরু, গঙ্গা ও গায়ত্রী সংরক্ষণে কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি ।তিনি বলেন, এই তিনটিতেও বৈজ্ঞানিক উপাদান রয়েছে।, যা জীবনের ভিত্তি।

১-ম পাতার পর

শ্রীনগরে পুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে গুলি

পদাধিকারীর মাসরুরকে শ্রীনগরের ইদগাহ এলাকায় এক রপুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পিস্তল দিয়েই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালনা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। গুরুতর আহত মাসরুর আহমেদকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলাকারীর হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি। গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে।

দীর্ঘকুড়ি পরেও নিরাপত্তার অভাব অব্যাহত, কুঁড়েঘরে বাস করতে হয় সম্পাদককে

(শেষ পর্ব)

না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচচতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে ।

মিজোরামে মোদির সভা বাতিল করতে বাধ্য হল বিজেপি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটমুখী মিজোরামে বাতিল হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা। আগামী সপ্তাহেই মিজোরামে সভা করার কথা ছিল মোদির। কিন্তু সেই সভায় মোদি যাবেন না বলেই বিজেপি সূত্রের খবর। বদলে সেখানে যেতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তবে প্রধানমন্ত্রীর সভা বাতিলের কারণ বিজেপি জানায়নি।তাছাড়া ছোট্ট রাজ্যটিতে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে লোক জড়ো করাটাও বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির। খ্রিষ্টানপ্রধান মিজোরামে এমনিতেও বিজেপির বিশেষ প্রভাব নেই। এতদিন অবশ্য সেরাজ্যের শাসক দল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট বিজেপির জোটসঙ্গী ছিল। কিন্তু মণিপুর কাণ্ডের পর মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টও আর বিজেপির সঙ্গে নেই। মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা দিন তিনেক আগেই ঘোষণা করেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সভায় থাকবেন না। কারণ, হিসাবে তিনিও মণিপুর পরিস্থিতির কথাই তুলে ধরেন।

আগামী ৭ নভেম্বর মিজোরামের ৪০ আসনের নির্বাচন। মূল লড়াই মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট , জোরাম পিপলস পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। বিজেপি সেখানে অনেক 'ছোট শরিক'।বিজেপি সরকারিভাবে কারণ না জানালেও মনে করা হচ্ছে পড়শি রাজ্য মণিপুরের পরিস্থিতির জেরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মণিপুরের মানুষ এমনিতেই বিজেপির উপর ক্ষিপ্ত। আর মণিপুরের জনজাতিদের একটা বড় অংশের সঙ্গে মণিপুরবাসীর যোগাযোগ আছে। তাই মণিপুরের মতো মিজোরামবাসীও ক্ষুব্ধ বিজেপির উপর। সম্ভবত সেকারণেই সেরাজ্যে মোদিকে দিয়ে সভা করানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিজেপি।

লুট হওয়া ৭৫ শতাংশ অস্ত্রই উদ্ধার হয়নি, মণিপুরে অশান্তির আশঙ্কা থাকছেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছয় মাস হতে আর মাত্র এক সপ্তাহও বাকি নেই। এতদিনেও মণিপুরে লুট হওয়া অস্ত্রের ৭৫ শতাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ৩ মে জাতি দাঙ্গার শুরুতেই ইম্ফল-পূর্ব, বিষ্ণুপুর এবং চূড়াইচাঁদপুর জেলায় পুলিশ ও আধা সেনার অস্ত্রাগারে লুটপাট চালিয়ে ছিল দুষ্কৃতীরা। প্রশাসনের একাংশের আশঙ্কা, লুট হওয়া অস্ত্রের অনেকটাই মিয়ানমারে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। মণিপুরের সঙ্গে মিজোরামের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। মিয়ানমার এবং মণিপুরের বাসিন্দাদের একাংশ চিন-কুকি সম্প্রদায় ভুক্ত। তবে ইম্ফল পূর্ব ও বিষ্ণুপুর জেলায় লুট হওয়া অস্ত্র পাচার হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। সেখানে লুট হওয়া অস্ত্র রাজ্যের মধ্যেই রয়েছে, মনে করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বেশ কয়েকবার ওই এলাকায় অভিযানে গিয়ে মহিলাদের বাধার মুখে পড়ে পুলিশ-সেনার যৌথবাহিনী। মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে মহিলারা তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয়। তারাই এলাকা পাহারায় নেমেছেন। মহিলাদের প্রতিরোধ প্রাচীর ভেদ করতে এখনও তেমন শক্তি প্রয়োগ করেনি প্রশাসন।প্রথম দুটি জেলা সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায় বহুল। চূড়াইচাঁদপুরে সংখ্যায় বেশি কুকিরা।

সরকারি সূত্রের খবর, এই তিন জেলার অস্ত্রাগার থেকে মোট ৫৬০০টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট করা হয়। লুট হয় প্রায় সাড়ে ছয় লাখ রাউন্ড গুলি। এখনও পর্যন্ত দেড় হাজারের মতো অস্ত্র এবং ২০ হাজারের কাছাকাছি গুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এরমধ্যে পুলিশ ও আধা সেনার অভিযানে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রও আছে। এছাড়া আছে স্বেচ্ছায় ফেরত দেওয়া অস্ত্র। লুট করার পর সেগুলি নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য বিলি করেছিল দুই শিবির। পরে পুলিশ-আধাসেনা ও সেনার যৌথ অভিযানের মুখে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে গিয়ে অস্ত্র ফিরিয়ে দেয়। রাজ্যের নানা জায়গায় সরকার অস্ত্র জমা দেওয়ার সেন্টার খুলেছিল। তাতে খুব একটা সাড়া মেলেনি। আগামী ২ নভেম্বর মণিপুরের অশান্তির মেয়াদ ছয় মাস হয়ে যাবে। বিগত কয়েকদিন অবশ্য রাজ্য শান্তই আছে। বড় ধরনের কোনও গোলমালের খবর নেই।

তবে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এখনও উদ্ধার না হওয়ায় অশান্তির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। জাতিদাঙ্গা থামলেও ভবিষ্যতে জঙ্গি নাশকতায় এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না, নিশ্চিত হতে পারছে না সংশ্লিষ্ট মহল।

গাজায় মাটির নিচে বাংকারে হামলা ইজরায়েলের, লক্ষ্য লুকিয়ে থাকা হামাস জঙ্গি নেতারা

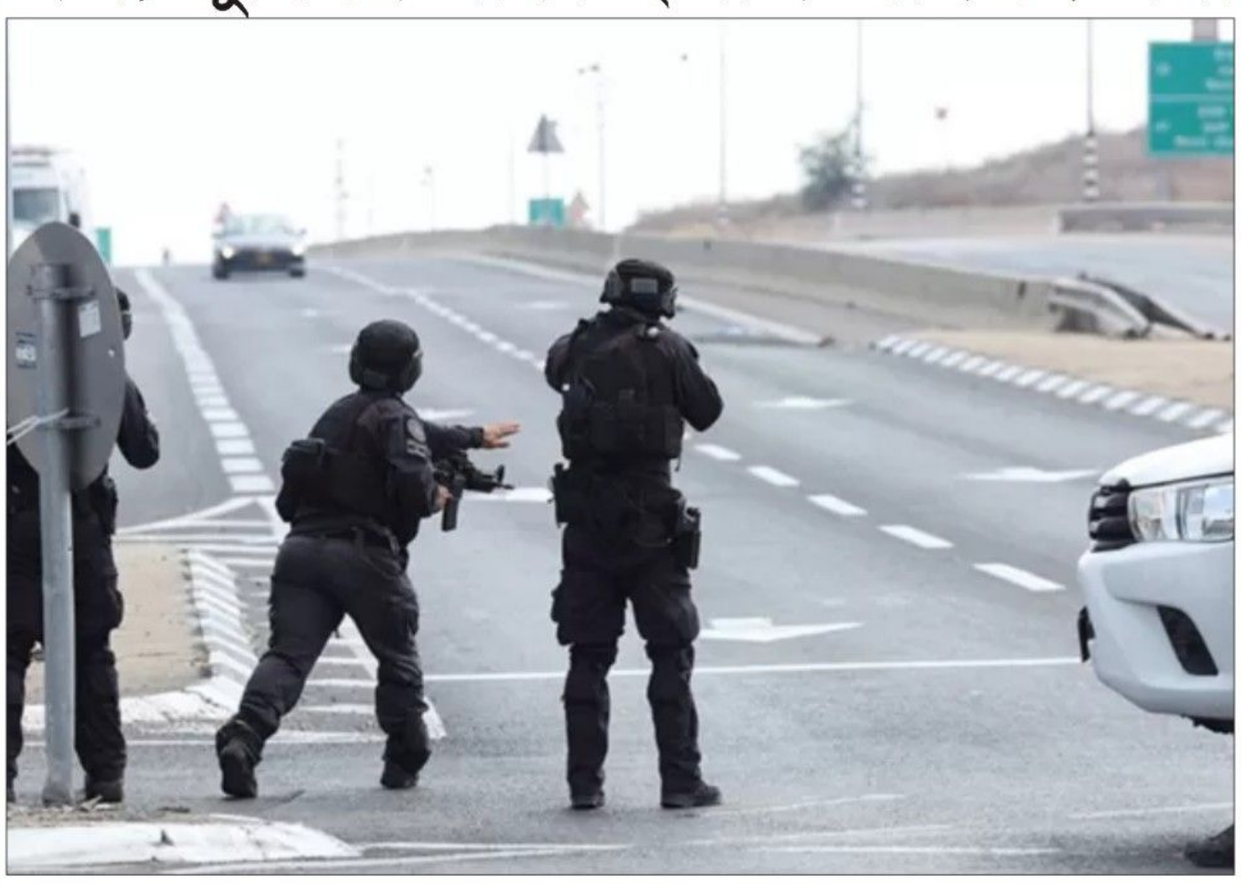

জেরুজালেম, ২৯ অক্টোবর: নিউজ সারাদিন : গাজা স্ট্রিপে এবার মাটির তলায় তৈরি বাংকারগুলিতে হামলার পরিকল্পনা করেছে ইজরায়েল। গত দু'দিনে গাজায় হামাস জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে আকাশপথে ও স্থলভাগে আক্রমণ তীব্র করেছে ইজরায়েল সেনা । যে হামলায় একাধিক হাসপাতাল, অফিস এমনকী সাধারণ মানুষের বাড়িঘর পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েল প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে, হামাসের জঙ্গিরা সাধারণ মানুষকে ঢাল করে যুদ্ধ চালাচ্ছে । তাঁরা বিভিন্ন জনবসতিতে প্রবেশ করে বাংকারগুলির দখল নিয়েছে । তাই এবার সেই বাংকারগুলিতে হামলা চালানোর শুরু করেছে ইজরায়েল ।পুরো পরিস্থিতি নিয়ে গাজার এক বাসিন্দা সংবাদসংস্থা এপি-কে ফোনে জানিয়েছেন, বহু মানুষ বর্তমানে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে । কিন্তু, সেখান পর্যন্ত পৌঁছনো খুবই কষ্টকর হয়ে উঠছে । যখন তখন গোলাবর্ষণে প্রাণহানির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে । এরই মধ্যে দু'দিন ধরে ইজরায়েল সেনা গাজায় হামলার গতি আরও বাড়িয়েছে । শুক্রবার থেকে আকাশপথে ও স্থলভাগে আক্রমণ বাড়িয়েছে ইজরায়েল। এ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সোমবার জরুরি বৈঠক ডেকেছে । মূলত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অস্থায়ী সদস্য দেশগুলির অনুরোধে এই জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে । গাজায় প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষ অন্ধকারে কোনওরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে ।পরিস্থিতি এমনই যে, প্যালেস্তিনীয়রা ইজরায়েলের গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচতে যে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছে, সেখানে ওই মুহূর্তে কোনও রসদ পৌঁছানো যাচ্ছে না । কারণ, যে রাস্তাগুলি দিয়ে রসদ-সহ অন্যান্য সাহায্য ক্যাম্পগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল, সেই রাস্তাগুলি গোলাবর্ষণ করে উড়িয়ে দিয়েছে ইজরাইলি বায়ুসেনা । ইজরায়েল সেনা দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে দাবি করে আসছে যে, হামাসের জঙ্গি নেতা এবং অন্যান্য সদস্যরা গাজার শিফা হাসপাতালের পিছনে মাটির তলায় বাংকার তৈরি করেছে । সেখান থেকে হামাস লাগাতার হামলার পরিকল্পনা করছে । এমনকী সাধারণ মানুষকে সেখানে নিজেদের আত্মরক্ষার স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে । যদিও, এর কোনও যথাযথ প্রমাণ ইজরায়েল দেখাতে পারেনি ।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯৪ সংখ্যা ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ সোমবার ১২ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

তদন্তকারীদের নজরে বালু, বাকিবুর ছাড়াও দু'ডজন ফোন, এক ডজন সংস্থা

রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ইডির তদন্তকারীদের নজরে অন্তত দু'ডজন মোবাইল ফোন এবং প্রায় এক ডজন সংস্থা! কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। মোবাইলগুলি বাজেয়াপ্ত করার পর সেগুলির মাধ্যমে কী বিষয়ে কথোপকথন হয়েছে, টাকা লেনদেনের বিষয়ে কথা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি ।রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বাকিবুরের সঙ্গে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়ের 'পারিবারিক সম্পর্ক'-এরও হদিস পেয়েছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, দুই পরিবারের সদস্যেরা একযোগে একাধিক সংস্থা চালাতেন। ওই সব সংস্থা আবার বিভিন্ন ভুয়ো সংস্থায় কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগও করত বলেও অভিযোগ রয়েছে! কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, আপাতত এ রকম তিন সংস্থার খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

ওই তিন সংস্থা হল 'শ্রী হনুমান রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড', 'গ্রেসিয়াস ইনোভেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'গ্রেসিয়াস ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড'। ইডির সূত্রের দাবি, তিন সংস্থার মারফত ভুয়ো কোম্পানির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়েছে অন্তত ১২ কোটি টাকা। ঘটনাচক্রে, প্রত্যেকটি সংস্থাতেই কোনও না কোনও ভাবে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় এবং বাকিবুরের পরিবারের যোগ রয়েছে। ইডি এ-ও দাবি করেছে, জ্যোতিপ্রিয়ের পরিবারের সদস্যদের সংস্থার সঙ্গে তাঁর আর্থিক লেনদেন হয়েছিল বলে জেরায় কবুল করেছেন বাকিবুর ।এর পাশাপাশি ইডির আতশকাচের তলায় রয়েছে ১২টি সংস্থার কাজকর্মও।

রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলার তদন্তে এখনও পর্যন্ত দু'দফায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। প্রথমে মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমান, তাঁর শ্যালক অভিষেক বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে। পরে তল্লাশি চালানো হয় বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সল্টলেকের ফ্ল্যাটে। তল্লাশি চালানো হয় মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক অমিত দে এবং প্রাক্তন আপ্তসহায়ক অভিজিত দাসের বাড়িতেও। বাকিবুর এবং জ্যোতিপ্রিয় (যিনি বালু নামে সমধিক পরিচিত) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের জেরা করেই এই দু'ডজন মোবাইল এবং এক ডজন সংস্থার সন্ধান পান তদন্তকারীরা ।এর আগে ইডির তরফে দাবি করা হয়েছিল যে, বাকিবুরের সঙ্গে তাঁর কর্মীদের যে হোয়াট্সঅ্যাপ চ্যাট চালাচালি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারেন যে, দু'দফায় জ্যোতিপ্রিয়কে মোট ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। বাকিবুরের তরফে জনৈক 'এমআইসি'কে টাকা দেওয়ার তথ্য আসে তদন্তকারীদের হাতে। ইডির দাবি, এই 'এমআইসি'-র অর্থ 'মিনিস্টার ইন চার্জ' অর্থাত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি আর কেউ নন, খোদ জ্যোতিপ্রিয়। এই সূত্র ধরেই ওই দু'ডজন ফোনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ।অন্য দিকে, ইডি প্রাথমিক ভাবে মনে করছে বিভিন্ন সংস্থা খুলে রেশন বণ্টন 'দুর্নীতি'র টাকা অন্য নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়েছে। মূলত শেয়ার কেনাবেচার জন্যই সংস্থাগুলি খোলা হয়েছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ওই সংস্থাগুলির মধ্যে বেশ কিছু সংস্থায় প্রাক্তন ডিরেক্টর ছিলেন মন্ত্রীর স্ত্রী এবং কন্যা। বেশ কিছু সংস্থার কাজকর্ম আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সবিস্তারে তথ্য পেতে খোঁজখবর চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকেরা। রেশনের গম এবং আটা খোলা বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে ফোন মারফত কোনও কথা হয়েছে কি না, হলে কাদের সঙ্গে হয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে ।ইডি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, পার্ক স্ট্রিট, নিউ টাউন-রাজারহাট এলাকায় ফ্ল্যাট রয়েছে বাকিবুরের। এ ছাড়াও আরও একাধিক জায়গায় মোট আট থেকে ন'টি ফ্ল্যাটের হদিস মেলে। বিভিন্ন সংস্থায় বাকিবুরের শেয়ার রয়েছে। এমন মোট ছ'টি সংস্থার কথা জানতে পারেন ইডি আধিকারিকেরা। কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে জানা যায়, ওই ছ'টি সংস্থায় বাকিবুরের শেয়ারের পরিমাণ সাড়ে ৫০ কোটি টাকারও বেশি।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

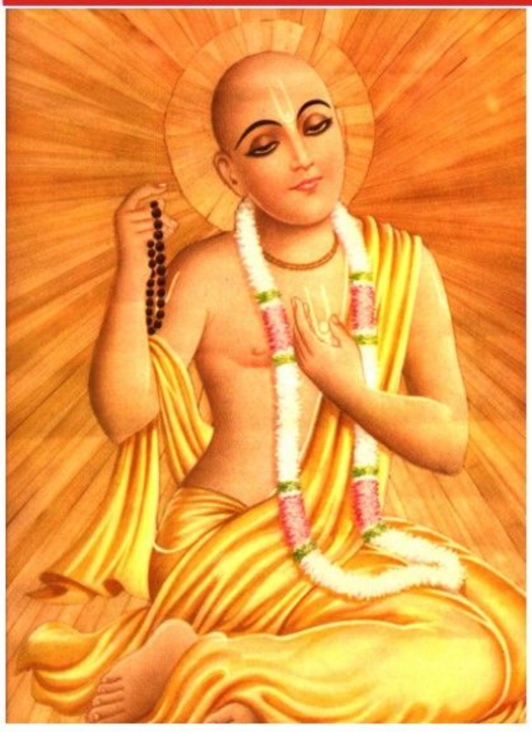

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পন্ডিতের মতে, মায়াপুর নামটি এসেছে মিঞাপুর থেকে, কেউ কেউ এই মায়াপুরকেই আবার চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলে দাবি করেছেন। তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই জানাই যে, সতর্কতার সঙ্গে চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই জানা যায়, কাজি দলনের দিন চৈতন্যদেব নিজ গৃহ হতে গঙ্গা তীর বরাবর কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর গঙ্গাতীর ত্যাগ করে গঙ্গানগর গ্রামের উপর দিয়ে সিমলিয়া গিয়ে ছিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

শুক্লামাল্যাম্বরা, ৭৬) শ্রী, ৭৭) ভাস্করী , ৭৮) বিল্বনিলয়া , ৭৯) হরিপ্রিয়া , ৮০) যশস্বীনি , ৮১) বসুন্ধরা , ৮২) উদারঙ্গা, ৮৩) হরিণী , ৮৪) মালিনী, ৮৫) গজগামিনী, ৮৬) সিদ্ধি , ৮৭) স্ত্রৈন্যাসৌম্যা , ৮৮) শুভপ্রদা, ৮৯) বিষ্ণুপ্রিয়া , ৯০) বরদা , ৯১) বসুপ্রদা, ৯২) শুভা , ৯৩)চঞ্চলা , ৯৪) সমুদ্রতনয়া , ৯৫) জয়া , ৯৬) মঙ্গলাদেবী, ৯৭) বিষ্ণুবক্ষাস্থলাসিক্তা , ৯৮) বিষ্ণুপত্নী, ৯৯) প্রসন্নাক্ষী , ১০০) নারায়নসমাশ্রিতা ,১০১) দারিদ্রধ্বংসিণী, ১০২) কমলা, ১০৩) সর্বপ্রদায়িনী, ১০৪) পেঁচকবাহিণী, ১০৫) মহালক্ষ্মী, ১০৬) ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা , ১০৭) ত্রিকালজ্ঞানসম্পূর্ণা, ১০৮) ভুবনমোহিনী। প্রাতঃকালে মা লক্ষ্মীর নিম্নলিখিত নাম উচ্চারনে দারিদ্রতা নিবারণ হয়ঃ-

লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।

পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাক্ষী পদ্মসুন্দরী ।।

ভূতানামীশ্বরী নিত্যা মতা সত্যাগতা শুভা ।।

বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া ক্ষমা ।।

অনন্তলোকলাভা চ ভূলীলা চ সুখপ্রদা।

রুক্মিনী চ তথা সীতা মা বৈ বেদবতী শুভা।

এতানি পুণ্যনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।

মহাশ্রিয়মবাপ্নোতি ধনধান্যমকল্মষস ।।

বঙ্গানুবাদ- শ্রী, কমলা বিদ্যা, মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া , সতী, পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা, পদ্মাক্ষী , পদ্মসুন্দরী, ভূতগণের ঈশ্বরী, নিত্যা, সত্যাগতা , শুভা, বিষ্ণুপত্নী, ক্ষীরোদতনয়া, ক্ষমাস্বরূপা, অনন্তলোকলাভা , ভূলীলা, সুখপ্রদা, রুক্মিনী, সীতা, বেদবতী- দেবী লক্ষ্মীর এসকল নাম। প্রাতে উত্থান কালে যিনি দেবীর এই পুন্য নামাবলী পাঠ করেন, তিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও নিস্পাপ ধনধান্য প্রাপ্ত হন।

রোগ-ব্যাধি দূরে পালায়:

এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রটি পাঠ করা শুরু করলে গৃহস্থের প্রতিটি কোণায় পজেটিভ শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যার প্রভাবে শরীর এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে ছোট-বড় সব রোগই দূরে পালায়। শুধু তাই নয় শরীরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায় চোখে পরার মতো। তাই তো মহিলাদের এই মন্ত্রটি নিয়ম করে প্রতি শুক্রবার পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

৩. ব্যবসায় চরম উন্নতির স্বাদ মেলে:

আপনি কি কোনও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত? তাহলে বন্ধু প্রতি শুক্রবার লক্ষী মহা মন্ত্রটি পাঠ করতে ভুলবেন না যেন! কারণ এমমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রচি পাঠ করা শুরু করলে গৃহস্থে মায়ের প্রবেশ ঘটে। ফলে ব্যবসায় একের পর এক সফলতা লাভের সম্ভাবনা যায় বেড়ে। সেই সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা মিটে যেতেও সময় লাগে না।

হে মাতালক্ষ্মী তুমি সকলের ঘরে অচলা হয়ে থেকো...

জয় মা লক্ষ্মী

জয় লক্ষ্মী নারায়ণের জয়

সবাইকে জানার জন্য শেয়ার করুন।

শাস্ত্রের উপর লেখা একাধিক প্রাচীন বইয়ে এমন অনেক মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাদেরকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবিকই জীবনের ছবিটা বদলে ফেলা সম্ভব। কারণ এই সব মন্ত্রের শরীরে এত মাত্রায় পজেটিভ শক্তি মজুত থাকে যে সেগুলি পাঠ করা মাত্র সেই শক্তি আমাদের গৃহস্থের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে যায়। ফলে একাধিক উপকার মিলতে শুরু করে। যেমন লক্ষ্মী মহা মন্ত্রের কথাই ধরুন না। সিংহভাগেরই আজানা এই মন্ত্রটি পাঠ করলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির স্বাদ পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আরও নানা সব উপকার পাওয়া যায়, যে সম্পর্কে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে সে বিষয়ে যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই বন্ধু, লক্ষ জন্ম পেরিয়ে পাওয়া এই মানব জীবনকে যদি বাস্তবিকই সার্থক বানাতে হয়, তাহলে এই লেখায় চোখ রাখতে ভুলবেন না যেন। কারণ লেখাটি পড়া মাত্র আপনার জীবনের ছবিটা যে বদলে যাবে সে বিষয়ে কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই!

"ওম হ্রিম শ্রিম লক্ষ্মী ভায়ো নমহঃ", এই মন্ত্রটিকেই লক্ষ্মী মহা মন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে প্রতি শুক্রবার মায়ের পুজো করার পর এক মনে যদি এই মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করা যায়, তাহলে মায়ের নেক দৃষ্টি পরে তার ভক্তের উপর। ফলে একাধিক উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যেমন ধরুন...

কর্মক্ষেত্রে পদন্নতি ঘটে:

একেবারেই ঠিক শুনেছেন বন্ধু! এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যে নিয়মিত পাঠ করা শুরু করলে কর্মক্ষেত্রে চটজলদি প্রমোশন পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষদের নিকেশ ঘটতেও সময় লাগে না। তাই তো বলি বন্ধু ৩০ পেরতে না পেরতেই যদি বাড়ি,গাড়ি এবং মোটা মাইনের মালিক হয়ে উঠতে চান, তাহলে শুধু শুক্রবার নয়, প্রতিদিন লক্ষ্মী মহা মন্ত্রটি জপ করতে ভুলবেন না যেন!

খারাপ শক্তির প্রকোপ কমে যায়:

১.অনেক অনেক টাকার মলিক হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হয়:

মা লক্ষ্মী হলেন অর্থ এবং সমৃদ্ধির দেবী। তাই তো মাকে একবার প্রসন্ন করতে পারলে বড়লোক হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হতে সময় লাগে না। শুধু তাই নয়, এমনটাও বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রটি পাঠ করা শুরু করলে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা মিটে যেতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তাই তো বলি বন্ধু, জীবনের ক্যানভাসটিকে যদি নানা রঙে রঙিয়ে তোলার ইচ্ছা থাকে, তাহলে এই মন্ত্রটি জপ করতে ভুলবেন না যেন!বিশ্বাস করুন বা না করুন একথা মানতেই হবে যে আমাদের আশেপাশে পজেটিভ শক্তি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে নেগেটিভ বা খারাপ শক্তিও। আর কোনওভাবে যদি এই খারাপ শক্তির মাত্রা বাড়তে শুরু করে, তাহলে কিন্তু বেজায় বিপদ। কারণ সেক্ষেত্রে নানাবিধ খারাপ ঘটনা ঘটার আশঙ্কা যেমন বাড়ে, তেমনি হঠাৎ করে কোনও দুর্ঘটনার কবলে পরার সম্ভাবনাও থাকে। তাই তো বলি বন্ধু নিজেকে এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের নানাবিধ বিপদ থেকে বাঁচাতে শুক্রবার করে এই মন্ত্রটি জপ করতে ভুলবেন না যেন! কারণ এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রটি জপ করা মাত্র বাড়ির প্রতিটি অংশে পজেটিভ শক্তির মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে খারাপ শক্তি ঘর ছাড়া হতে সময় লাগে না।

মনের যে কোনও ইচ্ছা পূরণ হয়:

গৃহস্থে যখন পজেটিভ শক্তির মাত্রা বাড়তে শুরু করলে গুড লাক রোজের সঙ্গী হয়ে ওঠে। আর এমনটা যখন হয়, তখন মনের ছোট থেকে ছোটতর ইচ্ছা পূরণ হতে যে সময় লাগে না, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে।

পড়াশোনায় উন্নতি ঘটে:

শাস্ত্র মতে প্রতিদিন মায়ের পুজো করার পাশাপাশি লক্ষ্মী মহা মন্ত্র পাঠ করলে বাচ্চাদের মনোযোগ ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। ফলে পড়াশোনায় উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে পরিবারের বাকি সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভের পথও প্রশস্ত হয়। প্রসঙ্গত, যারা ব্যবসা করেন, তারা যদি তাদের অফিসে মায়ের মূর্তি রাখতে পারেন, তাহলে ব্যবসায় উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ল্যাম্বরগিনি কিনে ট্রলের শিকার শ্রদ্ধা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার। এদিন রাতে নিজেকে নিজে একতা ল্যাম্বরগিনি কিনে উপহার দিলেন বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। লাল রঙের সেই গাড়িটির দাম চার কোটিরও বেশি। ল্যাম্বরগিনি হুরাকান টেকনিকা মডেলের গাড়িটি চালানোর আগে সেটি পূজা করাতে মুম্বাইয়ের ইসকন মন্দিরে যান শ্রদ্ধা কাপুর। ইসকনের এক সন্ন্যাসীর পাশে দাঁড়িয়ে গাড়িটির পূজা করেন অভিনেত্রী। তারপর গাড়ির চালকের আসনে বসেন।

ল্যাম্বরগিনি মুম্বাইয়ের প্রধান পূজা চৌধুরীও শ্রদ্ধা আর তার লাল ল্যাম্বরগিনির সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দিয়েছেন। পূজা লিখেছেন ক্যাপশনে লেখেন, 'আজ আমার জন্য সত্যিই একটি বিশেষ মুহূর্ত! প্রতিভাবান শ্রদ্ধা কাপুরের হাতে একটি হুরাকান টেকনিকা তুলে দিচ্ছি, আমি অনেক বছর ধরে এই কোম্পানির সঙ্গে রয়েছি। কোম্পানিটির সঙ্গে আমার যাত্রার এটা একটা আবেগপূর্ণ মুহূর্ত। এটি মুম্বাইতে প্রথম ল্যাম্বরগিনি যে এমন একজন প্রতিভাবান নারীকে বিক্রি করা হয়েছে।'

এদিকে ল্যাম্বরগিনি কেনার জন্য তীব্র ট্রলের মুখেও পড়তে হয়েছে শ্রদ্ধা কাপুরকে। প্রসঙ্গত এই গাড়িটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি গাড়ি। এর উপর গাড়িটি উচ্চ অ্যাকটেন ফুয়েলে চলে, যা কম জায়গায় পাওয়া যায়। এই গাড়ি সাধারণ জ্বালানিতেও চালানো যায় ঠিকই তবে তাতে ইঞ্জিনের ক্ষতি হয় বলেই দাবি করা হয়। আর এই কারণেই এই গাড়ির পরিবেশ ক্ষতি করে বলেও দাবি করা হয়। আর এই কারণগুলি তুলে ধরে সোশ্যালে শ্রদ্ধার তীব্র সমালোচনা করেন নেটিজেনদের একাংশ।

নোরার হাতে ৮৮ লাখ টাকার ঘড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের হার্টথ্রব অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি। কেবল আইটেম গানে পারফর্ম করেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি। যদিও অভিনয় করছেন। কিন্তু অভিনয় দিয়ে নাচিয়ে হিসেবে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। অন্তর্জালে বহুল চর্চিত এই তারকাকে নিয়ে ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই। কয়েক মাস আগে নোরা ফাতেহি তার কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। আবেদনময়ী পোশাকের সঙ্গে নোরার হাতঘড়ি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। যা নিয়ে

জোর চর্চা চলছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নোরা ফাতেহির হাতঘড়িটি প্রস্তুত করেছে ইতালির বিলাসবহুল ঘড়ি প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড বুলগেরিয়া। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েব সাইট ঘুরে দেখা যায়, সারপেন্টি স্পিগা মডেলের ঘড়িটি তৈরি করা হয়েছে ১৮ ক্যারেটের রোজ গোল্ড দিয়ে। এর মূল্য ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। দামি এই ঘড়ি নোরার হাতে দেখে নেটিজেনরা কটু মন্তব্য করছেন। অনেকে টেনে এনেছেন নোরা ফাতেহির কথিত প্রেমিক প্রতারক সুকেশকে। একজন লিখেছেন, 'ঘড়িটি সুকেশ তাকে উপহার দিয়েছেন।' অন্যজন লিখেছেন, 'সুকেশের কাছ থেকে ঘড়িটি চুরি করেছেন নোরা।' এমন অসংখ্য মন্তব্য শোভা পাচ্ছে কমেন্ট বক্সে। সুকেশ চন্দ্রশেখরের ২০০ কোটি রুপি মানি লন্ডারিং মামলার চার্জশিটে বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিনের নাম রয়েছে। এ মামলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা একাধিকবার তলব করে জ্যাকলিনকে। জানা যায়, সুকেশের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাকায় বেশ কিছু অবৈধ সম্পত্তি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন জ্যাকলিন। তারপর জ্যাকলিন দাবি করেন্ত শুধু তিনি নন, অনেক তারকাই সুকেশের কাছ থেকে উপহার নিয়েছেন। তাদের মধ্যে নোরা ফতেহিও রয়েছেন। তা হলে কেন শুধু তাকে দোষারোপ করা হচ্ছে? এসব তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর নোরা ফাতেহিকে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। যদিও নোরা নিজেকে নির্দোষ দাবি করে উপহার পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন। এরপর জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন নোরা।

৩৩ বছর পর এক সেটে রজনীকান্ত-অমিতাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার বর্ষীয়ান দুই সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন ও রজনীকান্ত ফের একসঙ্গে 'থালাইভার ১৭০' সিনেমার শুটিং করছেন। এর আগে ১৯৯১ সালে এ দুই তারকা একসঙ্গে 'হম' সিনেমায় কাজ করেছিলেন। আবারও তারা ২৫ অক্টোবর একসঙ্গে কাজ শুরু করেছেন। শুটিং সংশ্লিষ্ট একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের প্রোফাইলে পোস্ট করে রজনীকান্ত ক্যাপশনে লেখেন, ৩৩ বছর পর, আমি আবার কাজ করছি আমার মেন্টর, দুর্দান্ত, শ্রী অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে লাইকার আগামী 'থালাইভার ১৭০' সিনেমা পরিচালনায় রয়েছেন টি জে জ্ঞানাভেল। আনন্দে আমার হৃদপিণ্ড দ্রুত হয়ে গেছে।

অমিতাভও এর আগে নিজের ব্যক্তিগত ব্লগে পোস্ট করে লেখেন যে তিনি এ সিনেমার জন্য রজনীকান্তের সঙ্গে তার প্রথম দৃশ্যের শুট করতে যাচ্ছেন। এই অভিনেতা লেখেন, আজ থেকে নতুন একটি প্রজেক্ট শুরু হলো, রজনীকান্ত জির সঙ্গে। কর্মক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ আবার, অনেক বছর পর সুযোগ এল।' অমিতাভের ভাষায় রজনীকান্ত অসাধারণ মানুষ'।

মার্চ মাসে 'থালাইভার ১৭০' সিনেমার নাম ঘোষণা করা হয় নির্মাতার পক্ষ থেকে। এটি রজনীকান্তের ১৭০তম সিনেমা। 'লাইকা প্রোডাকশন' প্রযোজিত এ সিনেমার আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষণা করা হয়নি এখনো। সম্পূর্ণ বিনোদন নির্ভর এ সিনেমা সমাজের প্রতি একটি বার্তা দেবে বলে শোনা যাচ্ছে।

বিয়ের ভিডিও নিয়ে আসছেন রণবীর-দীপিকা

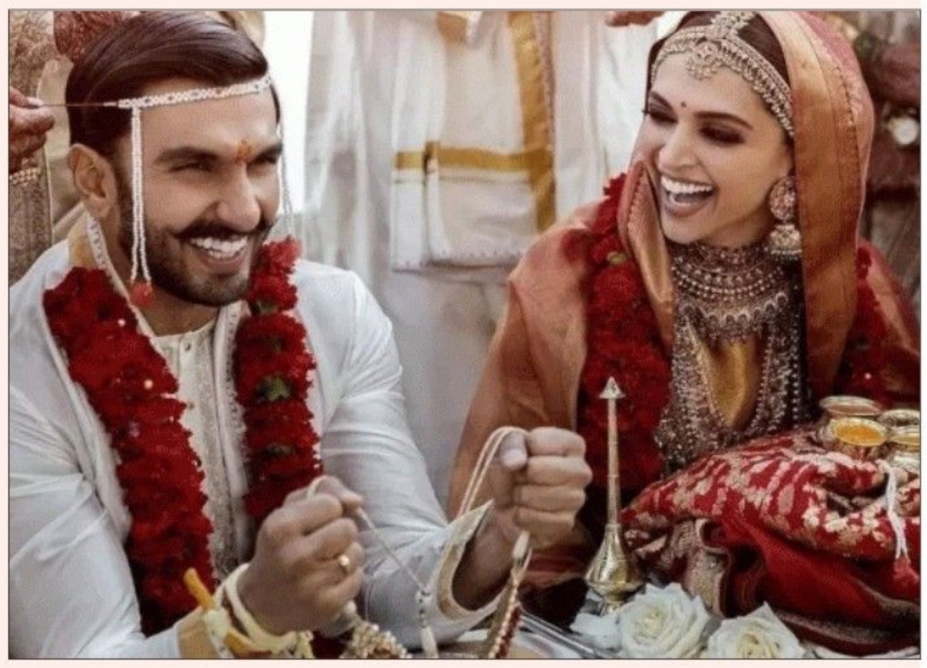

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তারকাদের বিয়ের ছবি ও ভিডিও নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ সবসময়ই বেশি। আর তা যদি হয় বলিউডের অন্যতম তারকা জুটি রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের বিয়ের ভিডিও তাহলে তো কথাই নেই। আর সেই চমকই দিতে চলেছেন রণবীর-দীপিকা।

শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে করণ জোহরের বহু আলোচিত ও বিতর্কীত শো 'কফি উইথ করণ-৮'। আগামী শুক্রবার ডিজনি প্লাস হটস্টারে এই শোয়ের প্রিমিয়ারে বিশেষ চমক নিয়ে থাকছেন রণবীর-দীপিকা। এই প্রথমবারের মত ২০১৮ সালে ইতালির লেক কেমোয় আয়োজিত বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখাবেন রণবীর-দীপিকা।

৫ বছর আগে প্রিয় তারকা জুটির সেই রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠানের সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাবেন তাদের ভক্তরা। যে বিয়ে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন শুধুমাত্র দীপিকা-রণবীরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবরা। সিন্ধি ও কোঙ্কনি, দুই রীতি মেনে দু'দিন ধরে হয়েছিল 'দীপবীর'-এর বিয়ের অনুষ্ঠান। এর আগে তারকা দম্পতির বিয়ের নানান ছবি সামনে এসেছে। এবার সেই বিয়ের সমস্ত রীতিনীতি ভিডিও আকারে উঠে আসবে দর্শকের সামনে।

সঞ্জয়লীলা বনশালির ২০১৩ সালের সিনেমা গোলিয়োঁ কি রাসলীলা: রাম-লীলা-এর ছবির সেটে একে অপরের প্রেমে পড়েছিলেন দীপিকা-রণবীর। ইতিমধ্যেই সেই সিনেমা মুক্তির ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। রামলীলার পর বনশালির আরও দুটি পিরিয়ড ড্রামায় একসঙ্গে কাজ করেছেন রণবীর-দীপিকা। একটি 'বাজিরাও মাস্তানি' অপরটি 'পদ্মাবতী'। পর্দায় জুটি বেঁধে একসঙ্গে কাজ করার কারণেই দীপিকা-রণবীরের প্রেম আরও গভীর হয়। পরবর্তীতে দুইজনে গিয়ে দাঁড়ায় ছাদনা তলায়। আগামীতে 'সিংহম এগেইন'-এ দুজনকে আবার একসঙ্গে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।

শুভ জন্মদিন

'ফুটবল সম্রাট' পেলে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে -- পেলে নাকি ডিয়েগো ম্যারাডোনা, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। তবে 'কালোমানিক' খ্যাত পেলেকে ফুটবল সম্রাট বললে ভুল বলা হবে না। ক্রীড়াজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ব্রাজিলিয়ান এই কিংবদন্তি। গতবছর পরপারে পাড়ি জমানো এই ফুটবল কিংবদন্তির ৮৩তম জন্মদিন আজ।

১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের ট্রেস কোরাকয়েসের এক বস্তিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পেলে। তার মা-বাবা নাম রেখেছিলেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের সঙ্গে মিল রেখে। পেলের পুরো নাম 'এডসন অরান্তেস দো নাসিমেন্তো'। অবশ্য বস্তির বন্ধুরা পেলেকে চিনত 'ডিকো' নামে।

গলিতে ফুটবল খেলে খুব ছোট বেলাতেই দৃষ্টিকাড়েন পেলে। অর্থাভাবে অনুশীলনের জন্য একটি বলও কিনতে পারতেন না তিনি। তাই পুরোনো মোজায় খবরের কাগজ মুড়িয়ে ফুটবল বানিয়ে খেলতেন। তাঁর প্রতিভা দেখে চোখে পড়ে যায় সান্তোসের গ্রেট ওয়ালডেমার ডি ব্রিটোর। পেলে জীবনের মোড় ঘুরে যায় তখনই। সে সময় পেলের বয়স ছিল ১৫ বছর। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সান্তোস ক্লাবে, যোগ দেন 'বি' টিমে। সহজাত প্রতিভা দেখিয়ে এক বছরের মধ্যেই মূল দলে নিজের জায়গা করে নেন পেলে। আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

১৯৫৮ বিশ্বকাপেই বাবাকে দেয়া কথা রেখেছিলেন পেলে। মারিও জাগালো, ভাভা, দিদি, গারিঞ্চাদের সঙ্গে কিশোর পেলে ব্রাজিলকে এনে দেন তাদের প্রথম বিশ্বকাপ। ফাইনালে সুইডেনের বিপক্ষে তার গোল বিশ্বকাপ ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা গোল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৬২ বিশ্বকাপটা জিতলেও তাতে খুব বেশি অবদান রাখা হয়নি পেলের। ইনজুরিতে মাঠের বাইরে ছিলেন বেশিরভাগ সময়। আর সত্তরে তো হাজির হয়েছিলেন ইতিহাসে সেরা দল নিয়ে। অলস্টার সেই দলে ছিলেন কার্লোস আলবার্তো, রিভেলিনো, জাইরজিনহোদের নিয়ে গড়া সেই ব্রাজিলকে একবাক্যের বিশ্বের সেরা দল মেনে নেন বোদ্ধারা। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত সেই আসরেও শিরোপা জেতেন পেলে।

ক্যারিয়ারে এক হাজার ৩৬৬ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন এক হাজার ২৮৩টি। আর ব্রাজিলের জার্সিতে ৯২ ম্যাচে ৭৭টি গোল করেন তিনি। কদিন আগেই যে রেকর্ড ভেঙেছিলেন নেইমার। অনেকেরই ধারণা, পেলে ইচ্ছে করেই ইউরোপের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে যাননি। তবে বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। পেলের অনন্য ফুটবলশৈলীর কথা বিবেচনায় নিয়ে তাকে জাতীয় সম্পত্তি ঘোষণা করেছিল নিজ দেশের সরকার। আশঙ্কা ছিল, ইউরোপিয়ানদের কড়া ট্যাকেলের কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার ক্যারিয়ার। কিংবদন্তি এই ফুটবলার পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন গত বিশ্বকাপের সময়ে। চিরবিদায়ের আগে দেখেছেন ব্রাজিলের হার। একরাশ কষ্ট নিয়েই বিদায় বলেছিলেন পৃথিবীতে।

ইতালিয়ান মিডফিল্ডার ১০ মাস নিষিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বেটিংয়ের নিয়ম ভাঙায় ১০ মাসের জন্য নিউক্যাসল ইউনাইটেড ও ইতালির মিডফিল্ডার সান্দ্রো টোনালিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এফআইজিসি) বৃহস্পতিবার ২৩ বছর বয়সী এই ফুটবলারের শাস্তি কথা জানায়। আগামী অগাস্ট পর্যন্ত খেলতে পারবেন না তিনি। ইতালি ২০২৪ ইউরোর মূল পর্বে উঠলে সেখানেও খেলা হবে না তার।

গত জুলাইয়ে এসি মিলান থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি পাউন্ড ট্রান্সফার ফি'র বিনিময়ে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসলে যোগ দেন টোনালি।

বেটিংয়ের নিয়ম ভাঙায় গত ১৭ অক্টোবর জুভেন্টাসের ইতালিয়ান মিডফিল্ডার ফাগিওলিকে সাত মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে এফআইজিসি। একই সঙ্গে সাড়ে ১২ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয় তাকে।

'মেসির ব্যালন ডি'অর জেতা হবে কেলেঙ্কারি'

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আর দিন তিনেকের অপেক্ষা। এরপরই সব কৌতূহলের অবসান হবে। আগামী ৩০ অক্টোবর জানা যাবে এবারের ব্যালন ডি'অর কার হতে উঠতে যাচ্ছে। বাতাসে অবশ্য বিশ্বকাপজয়ী তারকা লিওনেল মেসির কথা ভাসছে। আর তেমনটা হলে তা হবে ফুটবলের জন্য কেলেঙ্কারি, বলে জানিয়েছেন ওয়েস্ট হ্যামের সাবেক ফুটবলার মিচাইল অ্যান্তোনিও। বুধবার জনপ্রিয় ফুটবলভিত্তিক ওয়েবসাইট গোল ডটকমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে মেসিকে এবারের ব্যালন ডি'অরের যোগ্য দাবিদার মনে করছেন না অ্যান্তোনিও।

ব্যালন ডি'অর প্রসঙ্গে ওয়েস্ট হ্যামের ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'আমি এটা বুঝি যে, মেসির বিশ্বকাপ জয় একটি বড় অর্জন। কিন্তু আপনি ট্রেবলজয়ী একটি দলকে পেছনে ফেলে রাখতে পারেন না এবং হলান্ড রেকর্ড গড়া অবদানকে ছোট করে দেখতে পারবেন না। হলান্ড ব্যালন ডি'অরের দাবিদার। যদি সে এটি না পায়, তাহলে এটি একটি কলঙ্ক হবে।'

হ্যামের ফরোয়ার্ড আরও যোগ করেন, 'হলান্ড এই মৌসুমে যা করেছে, সেটা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। যদি আপনি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে সরিয়ে রাখেন এবং পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিবেচনা করেন তাহলে হলান্ডেরই ব্যালন ডি'অর জেতা উচিত। আপনি মেসির প্রথম বিশ্বকাপ জয়কেও এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু ক্লাব ফুটবলের মান অনুসারে বিবেচনা করলে দেখা যায়, মেসি খেলছেন আমেরিকায়। যা প্রিমিয়ার লিগে খেলা হালান্ডের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন।'

বিশ্বকাপ জয়ী মেসি এরই মধ্যে সাতবার এই সম্মানজনক পুরস্কার জয় পেয়েছেন। এই পুরস্কারের সংখ্যায় তার ধারেকাছে কেউ নেই। এবার মেসি ব্যালন ডি'অর জিতলে তা সংখ্যায় আট হবে। দলবদলের নির্ভরযোগ্য সূত্র খ্যাত ইতালির প্রখ্যাত সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, ব্যালন ডি'অর জয়ের জন্য যে সব গুন প্রয়োজন তার সব বিষয়ে মেসি অন্যদের থেকে এগিয়ে রয়েছেন।

বাটলারের নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি বিশ্বকাপের মঞ্চে কঠিন সময় পার করছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের মধ্যে জয় মাত্র একটি। দল তাই এখন খাদের কিনারায়। সেমিফাইনাল সম্ভাবনা এখনো টিকে আছে, তবে তা নির্ভর করছে অনেক যদি-কিন্তুর ওপর।

আপাতদৃষ্টিতে ইংল্যান্ডকে শেষ চারে রাখার দুঃসাহস নেই কারও। অধিনায়ক জস বাটলারও মেনে নিয়েছেন বাস্তবতা। হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণে নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তায় আছেন তিনি।

গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারের পর ইংলিশ অধিনায়ক, বলেন, 'একজন অধিনায়ক, একজন নেতা হিসেবে আমার নিজের ওপর অনেক আস্থা ও বিশ্বাস আছে, একজন খেলোয়াড় হিসেবেও তাই। তবে যদি জিজ্ঞেস করেন আমার এখনো অধিনায়ক থাকা উচিত কি না, সেটা যারা আমার উপরে (বোর্ড কর্মকর্তা) আছেন তাদের করুন।'

বাকি চার ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। বাটলার সেখানে খুঁজছেন অলৌকিকতা। তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে, অলৌকিক কিছুর প্রয়োজন হতে পারে। টুর্নামেন্টে আরও এগিয়ে যেতে আমাদের প্রতিটি ম্যাচে জিততে হবে এবং কিছু বিষয় আমাদের পক্ষে যেতে হবে। আমাদের যে ম্যাচগুলো বাকি আছে, সেখানে আমরা সেই ক্রিকেট খেলতে চাই, যেটা আমরা জানি যে আমরা খেলতে পারি।'

বিশ্বকাপ ধামাকা

শামির তোপে ইংলিশ শিবিরে ধস, ভারত জিতল ১০০ রানে!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : স্কোরবোর্ডে মাত্র ২২৯ রান ওঠার পর অনেকেই শঙ্কায় ছিলেন, এই রান নিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত জিততে পারবে তো? পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে থাকা ইংরেজদের বিরুদ্ধে হেরে যাবে না তো? দিনের শেষে সমর্থকদের সব চিন্তা দূর করে দিলেন ভারতীয় বোলারেরা। বিশেষ করে মোহাম্মদ শামির বোলিং তোপে রীতিমতো বিধ্বস্ত ইংলিশ শিবির।

যশপ্রীত বুমরা এবং মোহাম্মদ শামির দাপটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কম রানের পুঁজি নিয়েও হাসতে হাসতে জিতল রোহিত শর্মার দল। ভারত জিতল ১০০ রানে। সকালে রোহিতের ব্যাট, সন্ধ্যায় শামির বলে রাতে জিতে গেল ভারত। এতে ছয় ম্যাচে পাঁচটিতেই হেরে সেমিফাইনালের স্বপ্ন কার্যত শেষ বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। আর সবগুলো ম্যাচ জিতে শীর্ষে ভারত। লখনউর উইকেটে এর আগেও লো-স্কোরিং ম্যাচ হয়েছে।

স্বাগতিক ভারতই এখানে বেশি রান বোর্ডে জমা করতে পারেনি অনেক ম্যাচে। তাই ২২৯ রানও যে এই ইংলিশদের জন্য কঠিন কিছু হতে পারে, এমন শঙ্কাও ছিল অনেকের। শেষ পর্যন্ত সেই শঙ্কাই বাস্তবে রূপ পেয়েছে। জবাব দিতে নেমে ভারতের দুই পেসার জাসপ্রতি বুমরাহ ও মোহাম্মদ শামির বোলিং তোপে ৩৯ রানের মধ্যেই ৪ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

বুমরাহ ম্যাচের পঞ্চম ওভারে পরপর দুই বলে তুলে নেন ডাভিড মালান ও জো রুটকে। এরপর শামি ফিরিয়ে দিয়েছেন বেন স্টোকসকে। রুটের পর স্টোকসও রানের খাতা খুলতে পারেননি। দশম ওভারে উইকেটে থিতু হওয়ার চেষ্টায় থাকা জনি বেয়ারস্টোকেও বোল্ড করে ফিরিয়েছেন শামি। অধিনায়ক বাটলারও টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ।

মাত্র ১০ রান করে কুলদীপ যাদবের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি। লিয়াম লিভিংস্টোন ২৭ এবং ক্রিস ওকস ১০ রান ফেরেন। ভারতের হয়ে শামি নেন ৪ উইকেট। ৩ উইকেট শিকার বুমরাহর ও কুলদীপের ২টি। এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ভারতের ইনিংস থামে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৯ রানে। অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে আসে সর্বোচ্চ ৮৭ রান। এ ছাড়া লোকেশ রাহুলের ৩৯ ও সূর্যকুমার যাদবের ৪৯ রানের ইনিংসে লড়াকু পুঁজি পায় ভারত। ভারত মূলত পিছিয়ে পড়ে টপ অর্ডারের ব্যর্থতায়। ৪০ রানের মধ্যে ফিরছেন শুভমান গিল (৯), বিরাট কোহলি (০) ও শ্রেয়াস আইয়ার (৪)। এরপর রাহুলকে নিয়ে রোহিতের ৯১ রানের জুটি। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সফল বোলার উইলি। ৪৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন ওকস ও আদিল রশিদ।

আর্জেন্টিনা বনাম ব্রাজিল

লড়াই, কবে-কোথায়?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা বনাম ব্রাজিলের ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় ছিল বিশ্বের কোটি ফুটবলপ্রেমী। তবে ভক্তদের সেই আশা পূরণ হয়নি। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিলের বাদ পড়ায় বেড়েছে অপেক্ষা। সুখবর ফের একবার মেসি-নেইমারদের খেলা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আগামী ২২ নভেম্বর ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা। কনমেবল অঞ্চলের ৬ষ্ঠ রাউন্ডের সেই ম্যাচ নিয়ে মুখিয়ে ফুটবলপ্রেমীরা। বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ছয়টায় অনুষ্ঠিত হবে এই ম্যাচ।

ল্যাটিন আমেরিকার এই শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই দেখতে স্টেডিয়ামে জড়ো হবেন ৭৮ হাজার দর্শক। ধারণা করা হচ্ছে, আর্জেন্টিনা থেকে এই ম্যাচ দেখতে প্রায় ২০ হাজার মানুষ জড়ো হবেন। উত্তাপ টের পেয়ে আগে থেকেই ব্রাজিলের রিও ডি জেনারিও রাজ্য সরকার জরুরি অবস্থা জারি করেছে। ম্যাচ শেষে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য তারা সতর্কতা অবলম্বন করছে।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের পর প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হবে দুদল। প্রথমে নিজেদের মাঠে মেসিদের আতিথ্য দেবে নেইমাররা। এরপর ২০২৫ সালে ফিরতি ম্যাচে ব্রাজিলকে আতিথ্য দেবে আর্জেন্টিনা। সেটি হবে বাছাইপর্বের ১৪তম রাউন্ড।

৪৮ দল নিয়ে ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে ২৩তম বিশ্বকাপ আসর। সেই হিসেবে ফেডারেশনগুলো থেকে বিশ্বকাপে দলের সংখ্যাও বাড়বে। কনমেবল থেকে আগামী বিশ্বকাপে সরাসরি ছয় দল খেলবে। আগে চার দল সুযোগ পেয়েছিল। এ ছাড়া সপ্তম দলের জন্যও সুযোগ থাকছে। প্লে-অফে জিততে পারলে বিশ্বকাপে খেলতে পারবে।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জয়রথ অব্যাহত আর্জেন্টিনার। চার ম্যাচের সবকটিতেই জিতেছে মেসি-ডি মারিয়ারা। আর অন্যদিকে ব্রাজিল চার ম্যাচের দুটোতে জিতে পয়েন্ট টেবিলের তিনে রয়েছে। যদিও চোটের কারণে এই ম্যাচে নেইমারের খেলার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়।

কিংবদন্তি স্যার ববি চার্লটন আর নেই

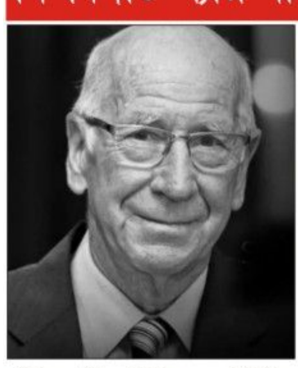

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চলে গেলেন স্যার ববি চার্লটন। ইংল্যান্ডের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আজ ২১ অক্টোবর শনিবার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তির মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে বিবিসি ও এএফপি।

স্যার চার্লটনের পরিবার জানিয়েছে, এই কিংবদন্তি ফুটবলার স্থানীয় সময় শনিবার সকালে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চার্লটনের পরিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, স্যার ববি চার্লটন শনিবার সকালে শান্তিতে চলে গেছেন।'

১৯৬৬ সালে নিজেদের মাটিতে হওয়া বিশ্বকাপে শিরোপা জেতে ইংল্যান্ড। সেটিই থ্রি-লায়নদের একমাত্র শিরোপা। ইংল্যান্ডের সেই দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বা কি-ফিগার ছিলেন স্যার চার্লটন। জাতীয় দলের হয়ে ১০৬ ম্যাচ খেলে ৪৯ গোল করেছেন তিনি। সে সময় এটি ছিল ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড।

১৭ বছরের পেশাদারি ক্যারিয়ারে ইউনাইটেডের হয়ে স্যার চার্লটন জিতেছেন তিনটি লিগ শিরোপা, একটি ইউরোপা কাপ ও একটি এফএ কাপ।

ডিমেনশিয়ায় ভুগছিলেন স্যার চার্লটন। ২০২২ সালের নভেম্বরে এই রোগের ডায়াগনসিস করা হয় তার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR